ভোরের কাগজ

তারিখ OCT. 1 7 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৫

শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিবছর কঠিন ভর্তি যুদ্ধে উত্তীর্ণ হয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখানে পড়ার সুযোগ করে নেয়। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দারুণ গুরুত্ববহ বিষয়। কৃষিনির্ভর এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। শুধু অর্থনীতিতেই নয় দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুখে অন্নের অর্থাৎ খাদ্যের জোগান দেওয়া ও প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য।

দেশে দিনদিন জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে কিন্তু সে তুলনায় বাড়ছে না চাষের জমি ও সুযোগ-সুবিধা। ফলে মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে কৃষিতে যোগ করতে হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে কৃষির উন্নয়ন আশা করা যায় না। বিভিন্ন দেশের কৃষি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। বিভিন্ন দেশের প্রযুক্তির সঙ্গে কৃষকদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তাই এ দেশে যারা কৃষি শিক্ষা নিয়ে লেখাপড়া করছেন তাদের প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। প্রযুক্তিগত উন্নত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। বিভিন্ন দেশে কৃষি কর্মকাণ্ড কিভাবে চলছে তা একজন কৃষিবিজ্ঞানীর পক্ষে বুঝে নেওয়া যতোটা সহজ হবে অন্য কারো পক্ষে ততোটা সহজ হবে না। কৃষকদের মধ্যে নতুন নতুন প্রযুক্তি একমাত্র কৃষিবিজ্ঞানীরাই নিয়ে আসতে পারেন। তাই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের অন্তত সার্কভুক্ত দেশসমূহে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা উচিত, যাতে করে তারা সার্কভুক্ত দেশের কৃষির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন যাবৎ কর্তৃপক্ষের কাছে সার্ক ট্যুরের জন্য আবেদন করে আসছেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন। তাই আপনার কাছে আমাদের আবেদন, কৃষিনির্ভর এ দেশে কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে আমাদের সার্ক ট্যুরের ব্যবস্থা করবেন।

নির্মল
৩০৯/প, ঈশা খাঁ হল
বা. কৃ. বি. ময়মনসিংহ।